আলমডাঙ্গায় প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা: ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসির আহমেদ মল্লিক লালকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিওরবিলা গ্রামের প্রবাসীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার অভিযোগ তুলে প্রেমিক যুগলের গলায় জুতার মালা পরিয়ে মারধর ও চাঁদা দাবির ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়। ওই মামলার প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা-১ এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করে। গত ৭ মে রাষ্ট্রপ্রতির আদেশক্রমে সিনিয়র সহকারী সচিব আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত ওই আদেশ জারি করা হয়।
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ ইউপি শাখা ১ এ সংক্রান্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে যে,” খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিক লালের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। যার মামলা নং-১ (জি.আর ১৫৫/২০২৩), তারিখ: ১২/১০/২০২৩। মামলাটি চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলে নেওয়ায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯- এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী জেলা প্রশাসক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন।
জেলা প্রশাসকের সুপারিশের কারণে আলমডাঙ্গা উপজেলাধীন খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব তাফসীর আহমেদ মল্লিক (লাল)-এর বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগে তার দ্বারা ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা প্রয়োগ প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে। যেকারণে খাসকররা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তাফসীর আহমেদ মল্লিকের (লাল) সংঘটিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদসহ জনস্বার্থের পরিপন্থী বিবেচনায় স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯-এর ৩৪(১) ধারা অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে তার পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।”
আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেন

আলমডাঙ্গা প্রার্থীতা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নিন্দা ও প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থীতা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন আনারস প্রতিকের প্রার্থী আ: মমিন চৌধুরী ডাবু। আজ বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন।

লিখিত বক্তব্যে আ: মমিন চৌধুরী ডাবু উল্লেখ করেন আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে তিনি একজন চেয়ারম্যান প্রার্থী। নির্বাচনে তিনি ছিলেন এবং আছেন। তাঁর প্রতিক আনারস। এই নির্বাচনে তাঁকে নিয়ে একটি মহল বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, যা মোটেও সত্য নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন,আমি দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে বলতে চাই আমি জনগণের সেবায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি। তাঁদের সেবার লক্ষেই আমি নির্বাচনে অংশ নিয়েছি। ভোটের মাঠে আছি।

গতকাল ৮ মে আলমডাঙ্গায় একটি মত বিনিময় সভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমার মত সেখানে অন্য প্রার্থীও ছিল। সেখানে অন্য কোন বিষয় নিয়ে কোন কথা হয়নি। সেই মতবিনিময় সভা থেকে একটি ছবি তুলে ফেসবুকে দিয়ে আমাকে হেয় করার জন্য বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। যা কোন মতেই সঠিক নয়। আমি আ: মমিন চৌধুরী ডাবু জনগণের প্রার্থী ছিলাম, আছি এবং ভোটের শেষ পর্যন্ত থাকবো।

আপনারারা কেউ কোন প্রকার বিভ্রান্তিতে কান না দিয়ে আসন্ন ২১ মের নির্বাচনে আমাকে আনারস প্রতিকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। আমি সব সময় আপনাদের পাশে ছিলাম, ভবিষতেও পাশে থাকবো ইনশাল্লাহ।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন

সারা দেশের ন্যায় ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচন- ২০২৪ প্রথম ধাপে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীন ভাবে এই ভোট গ্রহন চলে। আনারস প্রতীক নিয়ে পুনরায় ২য় বারের মতো দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ আলী মুনছুর বাবু। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন শফিউল কবির ইউসুফ। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন তানিয়া খাতুন।

দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ উপজেলা পরিষদ সাধারণ নির্বাচনের প্রথম ধাপে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ভোটার উপস্থিতি একেবারে কম ছিল। দুপুরের পর থেকে ধীরে ধীরে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। দামুড়হুদা উপজেলায় মোট ৯৬টি কেন্দ্রের ৭০০টি ভোট কক্ষে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখানে এক লক্ষ ২৪ হাজার ৮৭৯ জন পুরুষ ভোটার ও এক লক্ষ ২২ হাজার ৯৪১ জন মহিলা ভোটার, নারী পুরুষ সহ মোট দুই লক্ষ ৪৭ হাজার ৮শ ২০ জন ভোটার ছিলেন।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বী করেন তিন জন। তারা হলেন আলী মুনছুর বাবু, এসএএম জাকারিয়া আলম ও আবু তালেব। এর মধ্যে আনারস প্রতীক নিয়ে আলী মুনছুর বাবু ৪৯,৯৫২ ভোট পেয়ে পুনরায় দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মোটরসাইকেল প্রতীক নিয়ে এসএএম জাকারিয়া আলম, তিনি মোট ভোট পেয়েছেন ১৩,৫৩০টি, এবং আবু তালেব ঘোড়া প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ২৫৯০টি। ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন শফিউল কবির ইউসুফ। মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেছেন দুই জন প্রার্থী। এর মধ্যে কলস প্রতীক নিয়ে সাহিদা খাতুন ও ফুটবল প্রতীক নিয়ে তানিয়া খাতুন। তানিয়া খাতুন মোট ৩৩,৪৮৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং সাহিদা খাতুন ভোট পেয়েছেন ২৯০৮৭।

নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা করেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসার

মোঃ মোতাওয়াক্কিল রহমান।

জীবননগরে চেয়ারম্যান পদে হাজী হাফিজুর রহমান বিজয়ী

জীবননগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে হাজী হাফিজুর রহমান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে রেনুকা আক্তার রিতা বেসরকারি ভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

কাপ পিরিচ প্রতীকে ৩৩০৬১ ভোট পেয়ে পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন হাজী হাফিজুর রহমান (হাফিজ) তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এস, কে লিটন আনারস প্রতীক ২৩৫৬৪ ভোট পেয়েছেন।

মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে মোছাঃ রেনুকা আক্তার (রিতা) হাস প্রতীকে ৩৬১০৮ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আয়েশা সুলতানা কলস প্রতীকে ১৮৫৬৬ ভোট পেয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় বিদ্যুত স্পর্শে নয়, মা গলাটিপে হত্যা করেছে শিশু মাইশাকে–পুলিশ সুপার

মাইশা খাতুন নামের এক শিশুর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল, মাইশার বিদ্যুৎস্পৃষ্টে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে ঘটনার দু’ মাস পর ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেয়ে পুলিশ জানতে পারে মাইশার মৃত্যু বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হয় নি। বরং তাঁকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত মাইশা খাতুন (৭) মিরপুর উপজেলার আসাননগর গ্রামের সাইফুল ইসলামের মেয়ে। মা-বাবার বিচ্ছেদের পর তাঁর মায়ের সাথে আলমডাঙ্গা উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইলবগাদী গ্রামে নানা শহিদুল ইসলামের বাড়িতে থাকতো। নিহত মাইশা ভোগাইল বগাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে সাত বছরের এক শিশু বিদ্যুৎস্পর্শে মারা যায় বলে সবাই জানলেও ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে আসার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শিশুটির হত্যা রহস্য উদঘাটন করেছেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান নিজেই।

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেয়ে খুব সকালে পুলিশ সুপার নিজে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে (পিও ভিজিট) যান। এরপর কৌশলে খুনি মাকে এসপি নিজের গাড়িতে করেই পুলিশ হেফাজত নিয়ে আসেন। তারপর প্রমাণ হয় চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ভোগাইলবগাদি গ্রামের শিশু মাইশা খাতুন (৭ বছর) বিদ্যুত স্পর্শে মারা যায়নি। তাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ । ময়না তদন্তের মাধ্যমে এ রহস্য উন্মোচন হয়েছে। মাইশাকে অন্য কেউ নয়, তার নিজের মা তাকে গলা টিপে হত্যা করে। ঘাতক মা পপি খাতুনকে (২৫) পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।
পপি আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিয়েছেন।

গতকাল সোমবার বেলা ১১টায় চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান এসব তথ্য সাংবাদিকদের জানান।

তিনি জানান, শিশু মাইশা তার মায়ের সাথে আলমডাঙ্গার ভোগাইলবগাদী গ্রামে বসবাস করতো। গত ২৯ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে মাইশার মা পপি খাতুনের চিৎকারে প্রতিবেশিরা ছুটে আসে। সেসময় মাইশার গলায় মোবাইলফোনের চার্জারের তার জড়ানো ছিল। পপির প্রতিবেশিদের জানায়, তার মেয়ে মাইশা বিদ্যুত স্পর্শে মারা গেছে। প্রতিবেশিরা মাইশাকে দ্রুত নিয়ে যায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাইশা মারা গেছে বলে জানান। পাশাপাশি চিকিৎসকরা নিহত মাইশার গলায় দাগ থাকার কথাও পুলিশকে বলেন।

পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট তৈরি করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা

যায়, নিহত মাইশা খাতুন বিদ্যুত স্পর্শে মারা যায়নি। তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে।

বিষয়টি পুলিশ নিহতের পরিবারকে জানালে মাইশার নানা ভোগাইলবগাদী গ্রামের মৃত নূর হোসেনের ছেলে শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামি উল্লেখ করে গত ৩ মে আলমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। মামলা দায়েরের পর পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যে রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হয়।

পুলিশ সুপার জানান, মাইশাকে তার মা পপি খাতুন গলা টিপে হত্যা করেছে। গত ৫ মে পপি খাতুনকে আলমডাঙ্গার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জহুরা বেগমের আদালতে হাজির হয়ে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে। পুলিশ পপি খাতুনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে।
পুলিশ সুপার জানান, পপি খাতুনের বিয়ে হয়েছিল কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানার ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের সাইফুল ইসলামের সাথে। স্বামীর সাথে দাম্পত্য কলহের কারণে আগেই তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল এবং পপি খাতুন তার মেয়ে মাইশাকে নিয়ে নিজের বাবার বাড়ি আলমডাঙ্গার ভোগাইলবগাদী গ্রামে বসবাস করছিল।

পপি খাতুন পুলিশের কাছে মেয়েকে হত্যার কথা স্বীকার করে বলে, মেয়ে মাইশা নাবালিকা। তার বাবা হয়তো আরেকটি বিয়ে করবো। পপিরও অন্য জায়গায় বিয়ে হতে পারে। তখন মাইশাকে দেখার কেউ থাকবে না। মাইশার জীবন কাটবে কষ্টে। প্রতিবেশিদের একটি মেয়েকে এভাবে বড় হতে দেখেছে পপি। এসব চিন্তাভাবনা করে মা পপি খাতুন মেয়ে মাইশাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে বলে পপি পুলিশকে জানিয়েছে।

এই সমাজে কখনো মা হত্যা করছে সন্তানকে আবার সন্তান হত্যা করছে মা কে। তাই এই রকম ঘটনা টা পরে যাতে না হয় সেজন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।

এ ঘটনায় সমাজের সচেতন মহল বলছেন-সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিকতা এমন পর্যায়ে পৌছেছে যে, মা তার সন্তানকে হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করছে না।

সংবাদ সম্মেললে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান লালন, ডিআই-১ ইন্সপেক্টর জিহাদ খান, পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) বিকাশ দাসসহ উর্ধতনরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গার হাপাঁনিয়ায় বসতবাড়িতে অগ্নিকান্ড, ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়া গ্রামে আগুন লেগে ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে দরিদ্র পরিবার গুলো।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টায় দিকে হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে আসবাবপত্রসহ রান্না করার সরঞ্জামও পুড়ে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান।

প্রত্যক্ষদর্শি সুত্রে জানাগেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ার হযরতের বাড়িতে সর্ট শার্কিট থেকে আগুন ধরে যায়। আগুনের ললিহান শিক্ষা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাড়িগুলোতে। এ সময় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৮টি পরিবারের সর্বস্ব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিরাব সাইফুল ইসলাম, প্রবাসে অবস্থানরত শাহীন, হযরত, মিজানুর রহমান, নাজমুল হুদা, সাইফুল ইসলাম , মেহের আলী, হাসানুজ্জামান।
গরীব এই আটটি পরিবারের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নেই রান্নার সরঞ্জামাদিও।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে ওই ৮টি বাড়ি পুড়ে যায়। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এতে আটটি বাড়ি পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা অত্যন্ত গরিব। পরনের পোশাক ছাড়া আর নেই তাদের। এমনকি তারা দুপুরে রান্নাবান্না করে খাবে সেই পরিস্থিতিও নেই। আজকের মধ্যেই তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ৮টি বাড়ি পুড়ে গেছে। আমাদের কিছুই আর নেই। কেউ চাল-ডাল দিলেও রান্না করার সরঞ্জাম টুকুও নেই।

প্রবাসী শাহীনের স্ত্রী বলেন, আমার নগদ টাকাসহ সব কিছুই পুড়ে শেষ

হয়ে গেছে। চোখের সামনে মুহূর্তেই আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কোথায় থাকবো।
সাবেক ইউপি সদস্য ইনতাজুল হক বলেন, ৮টি বাড়ির কোনো অস্তিত্ব নেই। নগদ টাকাসহ আসবাবপত্র সব পুড়ে গেছে। এক বেলার খাবারও নেই তাদের।

চুয়াডাঙ্গায় টানা এক সপ্তাহ বৃষ্টির পূর্বাভাস দিলো আবহাওয়া অফিস

চুয়াডাঙ্গায় টানা ২২ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ তীব্র থেকে অতি তীব্র তাপমাত্রা। আজ শুক্রবার সহ গত তিন দিন ধরে তাপমাত্রার পারদ একটু একটু করে নামতে শুরু করেছে চুয়াডাঙ্গায়। এরই মধ্যে আবহাওয়া অফিস জানাল আগামী ৬ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত টানা বৃষ্টি হতে পারে চুয়াডাঙ্গাতে।

এখানে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমলেও বাতাসে বইছে আগুনের হল্কা। বাইরে বের হলে রোদের তীব্রতায় মনে হচ্ছে শরীর ঝলসে যাচ্ছে। বেলা বাড়ার সাথে রোদ্রের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম তরতর করে বাড়ছে। দাবদাহের এই পরিস্থিতিতে প্রতিদিনই জেলার প্রতিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে রিকশা-ভ্যান চালক ও পথচারীদেরকে ক্ষণিকের স্বস্তি দিতে ও পিপাসা নিবারণেন জন্য সুপেয় পানি, শরবত, স্যালাইন, আখের রস, ডাব খাওয়ানো হচ্ছে এবং ছাতা উপহার দেওয়া হচ্ছে।

আজ শুক্রবার বেলা ৩টায় চুয়াডাঙ্গার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪১ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ১১ শতাংশ। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি থাকায় ঘরে ভ্যাপসা গরম আর বাইরে রোদের তাপে শরীর জ্বালা পোড়া অনুভূত হচ্ছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান।

আর এই দাবদাহে সবচাইতে বেশি বিপাকে পড়েছেন দিন মজুর খেটে খাওয়া রিকশা ভ্যান চালকরা। হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রিকশা ভ্যান চালক ও দিন মজুর শ্রমিকরা কাছ করছে বাধ্য হয়ে। চলতি গ্রীষ্ম মৌসুমের শুরু থেকে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড হয়ে আসছে এই জেলায়। একটানা প্রায় ২২ দিন দেশের সর্বোচ্চ তীব্র থেকে অতিতীব্র দাবদাহে হাসপাতালে বেড়েই চলেছে জ্বর, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, শ্বাসকষ্টসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে সামান্য জনবল নিয়ে চিকিৎসা দিতে হিমশিম খাচ্ছেন ডাক্তাররা। গরমজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতিদিনই ভর্তি হচ্ছেন শতাধিক রোগী। শয্যা সংকুলান না হওয়ায় রোগীরা হাসপাতালের বারান্দা ও করিডোরে বিছানা পেতে চিকিৎসা নিচ্ছেন। এছাড়া আউটডোরে শত শত গরমজনিত রোগে আক্রান্ত মানুষ চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। আর এ রোগে আক্রান্তের বেশির ভাগ রোগীই শিশু ও বৃদ্ধ।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান জানান, বেলা বাড়ার সাথে রোদ্রের তীব্রতা ও ভ্যাপসা গরম তরতর করে বাড়ছে। আজ শুক্রবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৩ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ৪৪ শতাংশ। দুপুর ১২টায় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৩৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসে আদ্রতা ছিলো ১২ শতাংশ। বেলা ৩টায় জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৪১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আদ্রতা ছিল ১০ শতাংশ।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের ইনচার্জ জামিনুর রহমান জানান, গত প্রায় ২২ ধরে চুয়াডাঙ্গায় দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করছে। এ অবস্থায় জেলায় হিট অ্যালার্ট জারি আছে। আজ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রার পারদ সর্বোচ্চ ৪০ থেকে ৪৩ দশমিক ৭ ডিগ্রিতে উঠা নামা করছে।

তিনি আরো বলেন, আগামী ৬ মে থেকে ১২ মে পর্যন্ত টানা বৃষ্টির দেখা মিলতে পারে। সে কারণে বৃষ্টি শুরুর আগে কৃষকদেরকে মাঠের ফসল ঘরে তোলার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন তিনি।

দামুড়হুদার পড়শী এইডের পক্ষ থেকে শরবত বিতরণ

সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদহের কারনে পথচারীদের সাময়িক স্বস্তি দিতে পড়শী এইড সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণ করেছেন।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৪টা পর্যন্ত দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কাঁঠাল তলায় এই শরবত বিতরণ করা হয়।

জানাগেছে বিগত টানা ৩ সপ্তাহ ধরে সারা দেশের ন্যায় দামুড়হুদা উপজেলায় প্রচন্ড তাপদাহ চলছে। এরই মধ্যে গতকাল দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় চুয়াডাঙ্গায় ৪১. ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এতো গরমে জীবন জিবিকার তাগিদে মানুষ ঘর থেকে বের হলেও তাপদহের কারনে মানুষ স্বস্তি পাচ্ছেনা। ঠিক এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর স্টেশন পাড়ায় অবস্থিত সামাজিক সংগঠন পড়শী এইড মানুষের সাময়িক স্বস্তি দিতে ফ্রী লেবুর শরবত বিতরণের উদ্যোগ নেন। এরই আলোকে গতকাল শুক্রবার পাখি ভ্যান চালক, ইজিবাইক চালক, বাইসাইকেল চালক, ট্রাক চালক সহ সাধারণ পথচারী ও যাত্রীদের মাঝে প্রায় ১ হাজার লিটার লেবুর শরবত ফ্রী বিতরণ করেন।

এবিষয়ে পাখি ভ্যান চালক জিয়া ইসলাম বলেন, এই প্রচন্ড রোদ গরমে সব সময় গলা শুকিয়েই থাকছে। মন চাচ্ছেনা ঘর থেকে বের হতে। কিন্তু কাজ না করলে খাবো কি? তাই কষ্ট হলেও জীবিকার তাগিদে রাস্তায় বের হতে হচ্ছে। শুকনো গলায় ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে প্রাণটা জুড়িয়ে গেলো। এমন রোদে ফ্রী’তে লেবুর শরবত দেওয়ায় পড়শী এইড কে ধন্যবাদ জানায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পড়শী এইড সামাজিক সংগঠনের সভাপতি মোঃ হানিফ আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম,সহ সাধারণ সম্পাদক রিপন আলী, প্রচার সম্পাদক আসাদুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আরিফুল ইসলাম,ইনতাজ,মাসুম রান্না,কৌশিক, লিখন,ইমন,সজীব, খালিদ,জুনমুন, হাবিবুর রহমান,সাইমুর রহমান,মারুফ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী মঞ্জিলুর রহমানের মিছিল ও পথসভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী সাবেক ছাত্রলীগ নেতা বিশিষ্ট সমাজ সেবক কে,এম মুঞ্জিলুর রহমানের পক্ষে মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মোটর সাইকেল প্রতিকের পক্ষে আলমডাঙ্গা পৌর শহরে মিছিল ও আলিফ উদ্দিন মোড়ে পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন প্রার্থী কে,এম মঞ্জিলুর রহমান।

এছাড়াও পথ সভায় অন্যান্যের মধ্যে বত্তব্য রাখেন,আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুসা,সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, সাবেক পৌর সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা সহসভাপতি লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা,বাড়াদির সভাপতি মকবুল হোসেন,সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম লাল্টু, কালিদাসপুর ইউনিয়ন সভাপতি জয়নাল আবেদীন, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক তরিকুল ইসলাম চেয়ারম্যান,জামজামি ইউনিয়ন সভাপতি দিদার আলী, সাধারণ সম্পাদক রাহাব উদ্দিন, খাসকররা ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক বিল্লাল গনি, আইলহাঁসের জাইদুল ইসলাম বাদল,মিজানুর রহমান জমির,পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, জহুরুল ইসলাম স্বপন, সিরাজুল,বাবলু, দিনেশ বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর হোসেন,মজিবুল ইসলাম, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল, ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান,রকি,অটাল,
সাকিব প্রমুখ।

পথসভায় বক্তাগণ বলেন,আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে একজন স্বচ্ছ ভালো মানুষকে মোটর সাইকেল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন।

মঞ্জিল একজন ভালো মানুষ। সে বিভিন্ন সময়ে মানুষের পাশে থেকে সেবা করে যাচ্ছেন। আসন্ন উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে যদি সে বিজয়ী হয় এই উপজেলাকে একটি মডেল স্মার্ট উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আসন্ন ২১ মের নির্বাচনে মোটর সাইকেল মার্কায় ভোট দিয়ে মঞ্জিলুর রহমানকে বিজয়ী করবেন।

আলমডাঙ্গায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আনারস প্রার্থী ডাবুর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনারস প্রতিকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ঢাকা উত্তর দারুস সালাম থানা আওয়ামীলীগের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজ সেবক মোমিন চৌধুরি ডাবু গনসংযোগ ও পথসভা করেছে।

তিনি আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার কুমারি,কামালপুর,পশুহাট ও আলমডাঙ্গা শহরে গনসংযোগ করেন।গনসংযোগ কালে মোমিন চৌধুরি ডাবু বলেন আমি উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচনে দাড়িয়েছি,আমার প্রতিক আনারস।

আপনারা আনারস প্রতিকে ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করলে আলমডাঙ্গা উপজেলার অসামাপ্ত কাজ সমাপ্ত করব,আলমডাঙ্গা উপজেলা একটি বৃহত উপজেলা,১৬ টি ইউনিয়ন ১ টি পৌর সভা,আমি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাসা করছি,আপনারা আমাকে নির্বাচিত করলে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকায় উন্নয়নের ছোঁয়া লাগানোর চেষ্টা করব।

এসময় তার সাথে ছিলেন,ইকলুসুর রহমান,এমদাদুল হক,মোজাম্মেল হক,আবু দাউদ,আনারুল,আকবর আলী মন্ডল,শাহাবুদ্দিন,আশরাফুল ইসলাম,লিমন আলী,আলম হোসেন,জাহিদুল ইসলাম তোতা,শাহাদৎ হোসেন,আনোয়ার হোসেন,ঠান্ডু রহমান,নজরুল ইসলাম,মোল্লাহ জাফর উল্লা,আলেম

মেম্বার , আতিক বিশ্বাস প্রমুখ